লোকেদের মুখোমুখে মন্ত্র, গীত, ভজন প্রভৃতি কণ্ঠস্থ থাকতে পারে। কিন্তু বড়ো বড়ো গদ্য গ্রন্থ রচনা কখনই সম্ভব নয়। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে সংহিতার একটা বড়ো অংশ এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্যে একটি বড়ো অংশে যে টীকারূপ আছে তা লেখা না জানার ফলে রচনা বা কল্পনা অসম্ভব হত।

(2) What is the earliest script used in Aśokan edicts of western India? Mention the

কিন্তু 'বর্ণ' শব্দ শুধু সংকেতাত্মক চিহ্নের জন্য ব্যবহৃত হয়। এবং ঋকার, ঔকার প্রভৃতিতে 'কার' শব্দ কেবল স্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কৃ > কর। অতএব বর্ণ এবং কার প্রত্যয়যুক্ত শব্দ লিখিত সংকেতের সূচক। ঐতরেয় আরণ্যকে উষ্ম, স্পর্শ, স্বরবর্ণ এবং অন্তঃস্থ বর্ণ ব্যঞ্জন ও এবং ঘোষবর্ণ বস্তুবিধান ও বস্তুবিধানের ভেদ বা সন্ধির বিবেচন উল্লিখিত আছে। আবার শাংখ্যায়ন আরণ্যকেও তা দেখা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ওঁ অক্ষরকে অ কার, উ কার, ম কার বর্ণের সংযোগ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে একবচন, বহুবচন এবং তিনটি লিঙ্গের ভেদের আলোচনা দেখা যায়। উপরিউক্ত প্রমাণের ফলে দেখা যায় যে উপনিষদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার সময় পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই, যে ব্যাকরণের প্রচলন তখন ছিল। যদি এই সময় লেখার প্রচার না থাকত তাহলে ব্যাকরণ এবং তার পারিভাষিক শব্দের চর্চা এত বিপুলভাবে হত না, কারণ যে যদি কোনো ধ্বনি লিখতে না জানত তবে ছন্দোবদ্ধ গীত বা কথা-কাহিনী পরিবেশনে বাধা সৃষ্টি হত না কিন্তু তার স্বর, ব্যঞ্জন, ঘোষধ্বনি, সন্ধি, একবচন, বহুবচন, লিঙ্গ প্রভৃতি ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের জ্ঞান অর্জন সম্ভব হত না। ব্যাকরণের রচনা লিখনশৈলীর-ই উন্নত রূপ। তাই ইউ--রোপীয়দের গৌতম বুদ্ধের জন্মের পূর্বে লিখন শৈলীর প্রাচীনতা সম্বন্ধীয় মতকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

লেখা না জানা লোকেদের সংখ্যার জ্ঞান বা প্রযুত, অযুত প্রভৃতি বড়ো সংখ্যার সূচক শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা দেখা যায় না, লেখা না জানা

গ্রন্থে আপিশালি, স্ফোটায়ন, গার্গ্য, শাকল্য, শাকটায়ন, গালব, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, চক্রবর্মন আর সেনক প্রভৃতি বৈয়াকরণদের নাম এবং তাদের মত প্রকাশিত হয়েছে।

'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' - (6.1.123)

'লোপ: শাকল্যস্য' (8.3.19) প্রভৃতি,

পাণিনির পূর্বে যাস্ক নিরুক্ত রচনা করেন, যার মধ্যে ঔদুম্বরায়ন, শতবলাক্ষ, মৌদ্গল্য, শাকপূণি, শাকটায়ন, স্থৌলাষ্ঠীবী, আগ্রায়ন, ঔপমন্যব, ঊর্ণবাভ, কাত্থক্য, গালব, গার্গ্য, শাকল্য প্রভৃতি বৈয়াকরণদের নামের ও মতের উল্লেখ পাই, যার মধ্যে গার্গ্য, শাকটায়ন, গালব, শাকল্য প্রভৃতির নাম পাণিনির গ্রন্থে দেখা যায়, এর থেকে অনুমিত হয় যে পাণিনি এবং যাস্কের পূর্বে বহু ব্যাকরণ গ্রন্থ তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচলন ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে 'অক্ষর' শব্দের উল্লেখ পাই, আবার 'ঈ', 'ঊ', 'এ' স্বর ঈকার, ঊকার এবং একার শব্দের পারস্পরিক সম্বন্ধ, স্বরবর্ণের সম্বন্ধ ইন্দ্রের থেকে, উষ্মবর্ণের সম্বন্ধ প্রজাপতির থেকে এবং স্পর্শবর্ণের সম্বন্ধ মৃত্যু দেবতা যম থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বর্ণ ও মাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অক্ষর শব্দের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দুটি অর্থ দেখা যায় ① - ধ্বন্যাত্মক (উচ্চারিত) ② সংকেতাত্মক (লিখিত)।

কথা জানা যায়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শাসনাধিকার সহ বহু অধিকরণে লেখার প্রচলনের উল্লেখ পাই। আবার বাৎস্যায়নের কামসূত্রে 64 কলার মধ্যে 'পুস্তক-বাচনম্' একটি কলা, আবার গৃহে কী কী সামগ্রী রাখবে তার মধ্যে পুস্তক অন্যতম বা স্ত্রী ভার্যা প্রতিদিনের নির্ধারিত কাজের মধ্যে খরচ-খরচার হিসাব ও লিখে রাখবেন, এর মধ্যে ও লিপি বিশেষরূপে লেখার বর্ণনা পাই। 'লেখ্য' এবং 'লিখিত' পুস্তকের উল্লেখমাত্র বিবরণ পাওয়া যায়।

ব্যাকরণ:- পানিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থে লিপি বা লিবি এবং লিপিকর (যে লেখে) এই শব্দের উল্লেখ পাই। সূত্র: দিবাবিভানিশা --- লিপিলিবি-বলি (3.2.21), অষ্টাধ্যায়ীতে 'যবনানি লিপি' এর উল্লেখ পাই। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি এই দুই বৈয়াকরণ যবনানি লিপি কে যবনের লিপি এরূপ অর্থ করেছেন। এই গ্রন্থে আবার তিনি উল্লেখ করেছেন যে চতুষ্পদ প্রাণীদের অঙ্ক, স্বস্তিক প্রভৃতি পঞ্চবিধ বা অষ্টবিধ চিহ্ন তাঁদের কর্ণে — করে তৈরী করা হত। প্রাণীদের কানের চামড়া কেটে আট বা পাঁচ সংখ্যা তৈরী করা হত, তাদের বিক্রয় বা যে গৃহপালিত প্রাণীর মালিক কে চেনার জন্য। এইভাবে দেখা যেত যে গরুর কানে আট চিহ্ন খোদিত করা তাকে অষ্টকর্ণী গো: বলা হত। অষ্টাধ্যায়ীতে এইভাবে অষ্টকর্ণী, পঞ্চকর্ণী বা স্বস্তিক কর্ণী এই সব শব্দের উল্লেখ পাই।

চতুষ্পদ প্রাণীদের কানে এই চিহ্ন তৈরীর প্রথা বেদের সময় থেকেই প্রচলিত। অথর্ববেদে (6.141) তাম্র ছুরির সাহায্যে কানের উপর 'মিথুন' চিহ্ন তৈরী করার প্রথার বিধান আছে। অষ্টাধ্যায়ী

Wauel এর মতে ফিনিশীয়দের থেকে ভারতীয়রা লিখতে শেখে এবং তিনি -শীয় অক্ষর অর্থাৎ সব থেকে Southern Ashokan Inscription (Brāhmi) এর লিপি সৃষ্টি হয়; তা ভারতবর্ষে সম্ভবত: 400 B.C র - 500 থেকে 400 B.C আগে প্রবেশ করেনি।

প্রসিদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক Bühler এর মতে semitic লিপি থেকে ভারতের প্রাচীন লিপি (ব্রাহ্মী) র উৎপত্তি তা 500 B.C. অশোকাশে যা আরও পূর্বে সৃষ্টি হয়। তিনি Maxmullar এর Waruel এর মতকে স্বীকার করেননি। সেই সময়ে বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও ব্রাহ্মী লিপির সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতে semitic লিপির আগমন 800 BC র নিকটবর্তী বলে নিশ্চিতভাবে মনে করা হয়। কিন্তু এই মতকেও নিশ্চিতভাবে স্বীকার করা যায়না। ভারত বা semitic দেশ (আরবি ইথিওপিয়া, Aramaic, Syriac, ফিনিশীয়, হিব্রু) গুলির আরও প্রাচীন লিপি নিদর্শন পাওয়ার ফলে আরও পরিবর্তনের সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায়না। ভারতে লিপি অবেশের সময়কাল যে বহু প্রাচীন এবং তার জন্য তা স্বীকার করতে হবে।

এখন আমরা নিশ্চিতরূপে দেখব যে ভারতে লিপির প্রচলনের প্রাচীনতা কতদিন ছিল.

কোষগ্রন্থ:- মহাভারত ব্যাসদেবের মুখনি:সৃত বাণী গণেশ লিখেছিল (আদি পর্ব) বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র মনুস্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের লেখার প্রচলনের

Q. What is meant by the term 'palaeography'? Can it be established with logical arguments that writing was prevelant India before the birth of Lord Buddha? (3+12=15) 2013

'Palaeography' কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Palaios' থেকে - যার অর্থ পুরনো এবং 'graphein' - যার অর্থ কোনো কিছু লেখা। সুতরাং Palaeography বলতে বোঝায় প্রাচীন লিপি বিজ্ঞান।

ভারতীয় পন্ডিতদের মতে আর্যদের লিপির ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকে চলিত হচ্ছে। এবং তাঁদের লিপি ব্রাহ্মী, যার প্রত্যেকটি অক্ষর বা চিহ্ন শব্দ তথা উচ্চারণের সূচক, এবং জগতের সকল লিপির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সরল এবং সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, স্বয়ং ব্রহ্মা এই লিপির স্রষ্টা, কিন্তু পাশ্চাত্য পন্ডিতদের মতে, ভারতীয় আর্য প্রথমেই লিপির ব্যবহার জানত না, কোনো গ্রন্থের অধ্যয়ন [illegible] তারা স্মৃতির উপর নির্ভর করেই করত। পরে বিদেশীগণের আগমনের ফলে ভারতে লিখন শৈলীর প্রচার ও প্রসার ঘটে।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ (৬৩৯ - ৬৪৫ Ad) এর বর্ণনা থেকেও আমরা লিপি স্রষ্টা ব্রহ্মা এই তথ্য জানতে পারি।

ম্যাক্সমুলার এর মতে : আমি নিশ্চিতভাবে এই মত পোষণ করছি যে পাণিনির পরিভাষাতে একটিও শব্দ নেই যা সূচিত লেখন শৈলীর প্রাচীনতাকে সূচিত করে। তাঁর মতে পাণিনির সময় 400 B.C